পওহারী বাবা।

স্বামী বিবেকানন্দ।

Published by

porua.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পওহারী বাবা।

(গাজিপুরের বিখ্যাত সাধু।)

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

তাপিত জগৎকে সাহায্য কর—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকেই সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকেও স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য অনেক বর্ষ ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তিও ইঁহা অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অশ্রান্ত কর্ম্মীর ধারণায় অক্ষম, কিন্তু তাহাকে সমুদয় বিষয়ের রহস্য বুঝিতে যেরূপ প্রবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, আর কাহার তদ্রূপ দেখা যায়? এ কথা সকল সময়েই খাটে যে, কার্য্য যে পরিমাণে মহত্তর, সেই পরিমাণে তাহার পশ্চাতে প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি-জনিত শক্তি আছে। পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত একটী সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অধিক একাগ্র চিন্তাশক্তির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রবল শক্তিতরঙ্গসমূহ কেবল প্রবল একাগ্র চিন্তার পরিণাম মাত্র। সামান্য চেষ্টার জন্য হয়ত মতবাদমাত্রেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বেগের দ্বারা ক্ষুদ্র লহরীর উৎপত্তি হয়, তাহা অবশ্য প্রবল উর্ম্মির জনক তীব্র বেগ হইতে অতিশয় পৃথক্। তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র লহরীটী প্রবল উর্ম্মি-উৎপাদন-কারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশেরই বিকাশ মাত্র।

মন নিম্নতর কর্ম্মভূমিতে প্রবল কর্ম্মতরঙ্গ উত্থাপিত করিতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাহাকে তথ্যসমূহের—আবরণহীন তথ্যসমূহের (উহারা বিকটদৃশ্য ও বিভীষিকাপ্রদ হইলেও) নিকট পৌঁছিতে হইবে; সত্যকে—খাঁটী সত্যকে (যদিও উহার তীব্র স্পন্দনে হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে) লাভ করিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ও অকপট অভিসন্ধি (যদিও উহা লাভ করিতে একটীর পর আর একটী করিয়া প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়) উপার্জ্জন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্তু কালচক্রে প্রবাহিত হইতে হইতে ব্যক্তভাব ধারণ করিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে স্থূলবস্তুসমূহ একত্রিত করিতে থাকে; অদৃশ্য দৃশ্যের ছাঁচ ধারণ করে; সম্ভব বাস্তবে, কারণ কার্য্যে ও চিন্তা পৈশিক কার্য্যে পরিণত হয়।